Book review - Sholo Ana by Moumita Chatterjee

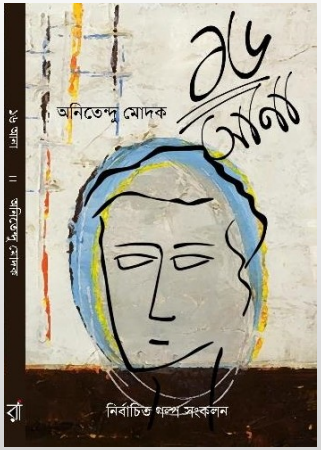

১৬ আনা

লেখক
অনিতেন্দু মোদক
প্রচ্ছদ
ধীমান পাল

আলোচক : মৌমিতা চ্যাটার্জী

পড়তে পড়তে থমকে যেতে হয় বারবার। লিখনশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন -দুটি কারণেই হয়তো দ্রুতপঠনের বেগ রুদ্ধ হয়। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে, ভাবনারা এসে পথ আটকে বলে-ভেসে যেও না, ভেবে দেখো।

অনিতেন্দু মোদকের নির্বাচিত ষোলটি গল্পের সংকলন 'ষোল আনা' চারপাশে ঘটে যাওয়া নিত্যদিনের ঘটনাবলীর ওপর এক অন্য আলো ফেলে। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে বাধ্য করে আপাত সাধারণ ঘটনাগুলো।

সংসারের দুঃখ - যন্ত্রণা ভুলতে যারা তীর্থস্থানে বা দেবস্থানে যান,কতটা ভুলতে পারেন তারা ? নাকি সংসার তাদের আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে !যারা ভাবেন ভুলে গেছেন,আসলে কি তারাও সত্যি ভুলে যান নাকি আড়াল করে রাখেন ? কিসের আড়াল ? কার কাছ থেকে আড়াল - মনের ভেতর প্রশ্নের ঝড় তোলে 'আড়াল' গল্পটি।
কিম্বা ধরুন দীর্ঘ দাম্পত্যের শেষে স্বামীর প্রয়াণে শোক বিহ্বল স্ত্রীর প্রশ্ন - ' আচ্ছা, আর একবার দেখে নিতে হত না ? ডাক্তারবাবুর ভুল হচ্ছে না তো ? ' এমন আকুলতা মনকে কাঁদায়। শেষ লাইনে এসে তিনিই আবার কাকে যেন তাড়িয়ে দিতে চান চিৎকার করে ; ছোট বৌমাকে যখন বলেন - তোমার শ্বশুরমশাই এসেছিল আমায় নিতে, তাড়িয়ে দিয়েছি - জবরদস্ত ধাক্কা খায় মন।

আবার 'দুর্ঘটনার পরে' স্বামীহারা স্ত্রীর মন থেকে যাবতীয় অশান্তি, সন্দেহ দূরে সরে গিয়ে বিচ্ছেদ ব্যথায় চোখের জল ঝরে অবিরাম। কিন্তু শ্মশানঘাটে অচেনা একলা একটি মেয়ের স্থির চোখে তাকিয়ে থাকা, আবার সব পাল্টে দেয়।শোক দূরে চলে যায়, এমনকি মানুষটিকেও যেন অনেক দূরের কেউ বলে মনে হয়।
মাতা-পিতাকে শ্মশানে মুখে আগুন ছুঁইয়ে বিদায় দিতে চরম মর্মযন্ত্রণার অনুভব উঠে এসেছে

'প্রথম পুরুষ' গল্পে - কেন যেন তখন চারপাশের মানুষদের আচরণ বড়

নিষ্ঠুরমনে হয়।

'কলিকাল' - যেন আরেকটি সপাট চাবুক।
একলা বৃদ্ধ লোকটি তার সহায়িকা মেয়েটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, সেই নিয়েই কুৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁরই পরিচিতজনেরা অথচ সাহায্যের জন্য কেউ নেই !
ছেলের মনেও অবিশ্বাসের বীজ জন্ম নেয়, শেষমেশ অবশ্য ছেলে তার ভুল বুঝতে পারে,স্বস্তি পায় মন।
সব গল্পের কথা মোটেই বলব না, যেটা বলার সেটা হল ভীষণ চেনা ঘটনা সব, চেনা প্লট। চমক দেওয়ার কোনো সচেতন চেষ্টা নেই লেখকের, অক্ষরবিন্যাসে মায়াজাল বিস্তারের কোনো লক্ষণ নেই - যেটা আছে সেটা যদিও আগেই বলেছি, তবুও বারবার বলতেই হয় সাধারণ ঘটনাবলীর ওপর আলো ফেলেছেন তিনি, বলা বাহুল্য সেই আলোয় অনেক গভীর গোপন কালো ধরা পড়ে গেছে চোখে, তীব্র নাড়া খেয়েছে মন।
গোটা বই জুড়ে এমন ঝাঁকুনি দিয়েছেন লেখক।